মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমান

Core Humanitarian Standard (CHS)

মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান

Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability

CHS বাংলা অনুবাদঃ

বহুল প্রচার, বিশেষ করে মাঠপর্যায়ের সহকর্মীদের ধারণা ও ব্যবহার সহজকরণ এবং প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনায় CHS-এর বাংলা অনুবাদের এ উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়। মূলত বাংলাদেশে CHS উন্নয়ন ও পর্যালোচনা কাজে যুক্ত মানবিক ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের যে-সব প্রতিনিধি যুক্ত ছিলেন, তারাই অনুবাদ কাজে সরাসরি অবদান রাখেন। অনুবাদ প্রক্রিয়ার শুরুতে উক্ত প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে একটি অনুবাদ টিম এবং একটি পর্যালোচনা টিম গঠিত হয়। অনুবাদ টিমের প্রথম খসড়ার উপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে সবার মতামত নেওয়া হয় এবং সে অনুযায়ী অনুবাদটি সমৃদ্ধ করা হয়। এরপর অনুবাদ টিম এবং পর্যালোচনা টিমের সদস্যগণ এক সঙ্গে বসে নিবিড় পর্যালোচনার মাধ্যমে CHS বাংলা অনুবাদের চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করেন। একজন অভিজ্ঞ প্রুফ রিডার অনুবাদটির বানান দেখে দেন। এরপর মাঠপর্যায়ের সহকর্মীদের সঙ্গে তিনটি সভার মাধ্যমে খসড়াটির ভাষাগত গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা হয়। অনুবাদ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ১৮টি সংস্থার কমবেশি ৬০ জন সহকর্মী সরাসরি অবদান রাখেন।

অনুবাদ টিমের সদস্যগণ	পর্যালোচনা টিমের সদস্যগণ
হাসিনা আক্তার মিতা, নিরাপদ আ ম নাছির উদ্দিন, একশনএইড বাংলাদেশ শওকত আলী টুটুল, কোস্ট ট্রাস্ট	কাজী সাহিদুর রহমান, UN OCHA, Bangladesh গওহার নঈম ওয়ারা, ডিজাস্টার ফোরাম রেজাউল করিম চৌধুরী, কোস্ট ট্রাস্ট আমিনুল কাওসার দীপু, ইএসডি

অনুবাদ বিষয়ে ঘোষণাঃ

১. অনুবাদ প্রক্রিয়ায় CHS-এর অনুমোদন নেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনুবাদ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।
২. যদি কোনো বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়– তবে CHS ইংরেজি মূল বুকলেটটিই গ্রহণযোগ্য হবে।
৩. যে কেউ এই অনুবাদটি শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

CHS বাংলা অনুবাদটির প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এবং প্রকাশকঃ CHS সার্পোর্ট গ্রুপ, বাংলাদেশ।

সিএইচএস অনুবাদ এবং প্রকাশনায় অংশগ্রহণকারি সংস্থাসমূহ

প্রকাশকঃ HAP International, People in Aid এবং Sphere Project

প্রথম সংস্করণঃ ২০১৪

আইএসবিএনঃ ৯৭৮-২-৮৩৯৯-১৫৬৪-৯

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। HAP International, People in Aid এবং Sphere Project কর্তৃক এই বইয়ের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শ মানকে স্বীকৃতি প্রদানসাপেক্ষে শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কাজে প্রকাশনাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমানের অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অংশ অনুবাদ বা পরিবর্তনের জন্য এই ঠিকানায় [info@corehumanitarianstandard.org]. ই-মেইলের মাধ্যমে লিখিত পূর্বানুমতি নিতে হবে।

শুরুর কথা

মানবিক কর্মকান্ডে অনুসৃত মানসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য HAP International, People in Aid এবং Sphere Project যৌথ মান প্রণয়ন উদ্যোগের প্রত্যক্ষ ফলাফল হল মানবিক কর্মকান্ডের মূল আদর্শমান (CHS)। যৌথ মান প্রণয়ন উদ্যোগের (JSI) মাধ্যমে দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোতে মানবিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত সংস্থার কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও মাঠপর্যায়ে প্রায় ২ হাজারের অধিক কর্মীর মতামত গ্রহণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত কর্মীগণ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং জনগণকে মুখ্য বিবেচনায় রেখেছেন। সর্বোপরি, মানবিক কর্মকান্ডের মূল নীতিসমূহকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে ইতোমধ্যে অনুসৃত মানসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

মানবিক কর্মকান্ডের মূল আদর্শমান (CHS) তিনটি ধাপে বছরব্যাপী পরিচালিত আলাপ-আলোচনার ফসল। এই সময়ে মানবিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত কর্মী, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও জনগণ, শতাধিক বেসরকারি সংস্থা ও নেটওয়ার্ক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘের কতিপয় প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ CHS-এ কী কী বিষয় থাকবে– তার নিবিড় পর্যালোচনা করেন এবং কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ে সেগুলোর ব্যবহার যাচাই করেন।

মানবিক কর্মকান্ড এবং মান প্রণয়ন বিষয়ে বিস্তৃত পরিসরে অভিজ্ঞতা ও কারিগরি দক্ষতা রয়েছে– এমন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ৬৫ সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি উপদেষ্টা পরিষদ প্রতিটি আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনায় নিয়ে সংশোধনীগুলো অনুমোদন দেন।

HAP International, People in Aid এবং Sphere Project সর্বোচ্চ পরিষদের অভিপ্রায় হচ্ছে, CHS দ্বারা জবাবদিহিতা ও গুণগত ব্যবস্থাপনায় হ্যাপ আদর্শমান ২০১০, পিপল ইন এইড-এর ব্যবস্থাপনা ও কর্মী সহায়তায় সুচর্চার নীতিসমূহ এবং স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকের মূলমান অংশ প্রতিস্থাপিত হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

CHS প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যে-সব ব্যক্তি ও সংস্থা কোনো দলে অংশগ্রহণ করে পরামর্শ প্রদান অথবা নিজ সংস্থার[১] অভ্যন্তরে যাচাই অথবা খসড়া প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দুর্যোগকবলিত যে-সব জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তি পরামর্শ ও যাচাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন কৃতজ্ঞতা রইল তাদের প্রতিও।

মানসমূহের সামঞ্জস্য বিধান প্রচেষ্টায় HAP International, People in Aid এবং Sphere Project-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে Group URD Quality COMPAS Reference Frameworkকে CHS-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। CHS কারিগরি উপদেষ্টা দল ও এর উপদলগুলো এবং কারিগরি পরিচালনা পরিষদ পরামর্শ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান এবং CHS চূড়ান্ত অনুমোদন করেছেন। পরামর্শ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে প্রাপ্ত মতামতসমূহ অর্ন্তভুক্ত করে CHS সংশোধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন CHS Writing Group।

প্রাপ্ত মতামতের সার্বজনীনতা, প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং বাস্তবানুগতা নিশ্চিত করার জন্য CHS পরামর্শ প্রক্রিয়াটি Wolf Group Consultants দ্বারা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়েছে Technical Advisory Group (TAG), Technical Steering Group এবং Writing Group এর সদস্যদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা এই

[১] *যে-সব সংস্থা CHS যাচাই করেছে তাদের একটি পূর্ণ তালিকা www.corehumanitarianstandard.org এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।*

ওয়েবসাইটে www.corehumanitarianstandard.org পাওয়া যাবে। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছাড়া CHS পরামর্শ প্রক্রিয়া পরিচালনা করা সম্ভব হতো না।

CHS প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন দাতা সংস্থা যেমনঃ Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade; Catholic Agencies for Overseas Development (CAFOD); Ministry of Foreign Affairs Denmark (Danida); Foregin Office of the Federal Republic Of Germany; Irish Aid; Swedish International Development Co-Operation Agency; the Swiss Agency for Development and Cooperation; UK Aid from the UK Government; এবং The United States Government সরাসরি এবং প্রকল্পের মাধ্যমে উদারভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

CHS প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য HAP International, People in Aid এবং Sphere Project নিম্নোক্ত সংস্থার পরিচালনা পরিষদ ও সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ACT Alliance; ActionAid International; Aktion Deutschland Hilft; British Red Cross; Catholic Agencies for Overseas Development (CAFOD); CARE International; Christian Aid; CWS Pakistan-Afghanistan; DanChurch Aid; The Lutheran World Federation; Save the Childern International; Save the Childern US এবং World Vision International।

মতামত

CHS-এর উপর মতামত ও প্রশ্ন যে-কোনো সময়ে info@corehumanitarianstandard.org ঠিকানায় সাদরে গ্রহণ করা হবে।

পর্যালোচনা

প্রাপ্ত সকল মতামত CHS সংশোধনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে যাবতীয় মতামত ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। CHS, সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও প্রক্রিয়াধীন অন্যান্য ডকুমেন্ট সম্পর্কে আরও জানতে আমাদের ওয়েবসাইট www.corehumanitarianstandard.org দেখুন।

অনুবাদ নির্দেশনা

‘মানবিক কর্মকান্ডের মূল আদর্শমান ইংরেজি, আরবি, ফরাসি এবং স্প্যানিশ ভাষায় পাওয়া যাবে। এর বাইরে অন্য কোনো ভাষায় CHS অনুবাদ করতে চাইলে নির্দেশনার জন্য অনুগ্রহপূর্বক info@corehumanitarianstandard.org ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
সকল অনুবাদ www.corehumanitarianstandard.org ওয়েবসাইটে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট উপকরণ

CHS ব্যবহারের নির্দেশনা ও সহায়ক উপকরণ www.corehumanitarianstandard.org ওয়েবসাইটে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সূচিপত্র

ক. ভূমিকা ২-৩

খ. মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান (CHS) কাঠামো ৫

গ. CHS প্রয়োগ ৬-৭

ঘ. ঘোষণা (Claims) ৭

ঙ. নীতিসম্মত মানবিক কর্মকান্ড ৮

চ. নয়টি অঙ্গীকার ও গুণগত বৈশিষ্ট্য ৯

ছ. অঙ্গীকার, কার্যাবলি ও দায়িত্ব ১০-১৮

১ দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক মানবিক সহায়তা পাবেন ১০

২ সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তায় দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা থাকবে ১১

৩ মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনার ফলে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবেন না, বরং তারা অধিকতর প্রস্তুত, সহনশীল এবং কম ঝুঁকিপ্রবণ হবেন ১২

৪ দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ তাদের অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানবেন। তথ্যসমূহে তাদের অভিগম্যতা থাকবে; এবং যে-সব সিদ্ধান্ত তাদেরকে প্রভাবিত করবে সে-সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করবেন ১৩

৫ নিরাপদ ও দায়িত্বশীল অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা থাকবে ১৪

৬ দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ সমন্বিত (Coordinated) এবং সম্পূরক (Complimentary) সহায়তা পাবেন ১৫

৭ দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ উন্নততর সেবা প্রাপ্তি প্রত্যাশা করবেন; যেহেতু সংস্থাগুলো কর্ম-অভিজ্ঞতা এবং জনগণের মতামত থেকে ক্রমাগত শিক্ষা গ্রহণ করবে ১৬

৮ দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ যোগ্য এবং সুসংগঠিত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন ১৭

৯ দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ প্রত্যাশা করতে পারবেন যে মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো কার্যকর ও যথাযথভাবে এবং নৈতিকতা বজায় রেখে সম্পদ ব্যবস্থাপনা করবে ১৮

জ. নির্ঘন্ট ১৯

মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান

ক. ভূমিকা

দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ভোগান্তি লাঘবের আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে প্রতিদিন বিশ্বের সর্বত্র, সকল শ্রেণি-পেশার অগণিত মানুষ মানবিকতার তাগিদে সাড়া প্রদানে এগিয়ে আসছে।

মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান (CHS) ৯টি অঙ্গীকার করে, যেগুলো মানবিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ তাদের কাজের গুণগত মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারেন। এটি একই সঙ্গে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের নিকট বৃহত্তর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক। কারণ মানবিক সংস্থাগুলোর অঙ্গীকারসমূহ জানা থাকলে জনগণ ওই সংস্থাগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারবেন।

CHS মানবিক সহায়তা কাজে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণকে সকল কাজে মুখ্য বিবেচনা করে এবং তাদের মৌলিক মানাবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে উৎসাহিত করে। এর ভিত্তি হলো মর্যাদার সঙ্গে জীবন ধারণের অধিকার এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অধিকার– যা মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণা[২] সহ অন্যান্য আর্ন্তজাতিক আইনে বলা হয়েছে।

মূল আদর্শমান হিসেবে CHS নীতিসম্মত, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও উন্নততর মানবিক সহায়তা কাজের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানসমূহ বর্ণনা করে। মানবিক সংস্থাগুলো তাদের নিজস্ব নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে CHSকে স্বেচ্ছাসেবার নীতি (voluntary code) হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। সংস্থার কাজের উৎকর্ষ যাচাইয়ের ভিত্তি হিসেবেও এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এর জন্য সংস্থার ধরন ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ও সুনির্দিষ্ট কর্মকাঠামো এবং সহায়ক সূচক তৈরি করা হয়েছে।

[২] *International Bill of Human Rights-এর মধ্যে রয়েছে the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and its Optional Protocols.*

মানবিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত অথবা এ ধরনের কাজে অবদান রাখছে– এমন ব্যক্তি, সংস্থা, সমন্বয়ক সংস্থা, যৌথ উদ্যোগ এবং অন্যান্য দল CHS বাস্তবায়ন ও প্রচার করতে পারবে। যদিও প্রাথমিকভাবে মানবিক কর্মকান্ডের জন্য এটি প্রণয়ন করা হয়েছে, তবু যে-কোনো সংস্থা দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের সঙ্গে তাদের কাজের সবকটি ক্ষেত্রে আরও ভালো মান ও বৃহত্তর জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় CHS ব্যবহার করতে পারবে।

CHS বিশ্বব্যাপী আলোচনা প্রক্রিয়ার একটি ফসল। এটি মানবিক কর্মকান্ডের প্রচলিত আদর্শমানসমূহের প্রধান উপাদান ও অঙ্গীকারগুলোকে সংকলিত করেছে। CHS নিম্নলিখিত আদর্শমানগুলোকে বিবেচনায় রেখে প্রণীত হলেও শুধু এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়:

- The Code of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief;
- The 2010 HAP Standard in Accountability and Quality Management;
- The People In Aid Code of Good Practice in the Management and Support of Aid Personnel;
- The Sphere Handbook Core Standards and the Humanitarian Charter;
- The Quality COMPAS;
- The Inter-Agency Standing Committee Commitments on Accountability to Affected People/Populations (CAAPs); and
- The Organisation for Economic Co-operation and Development s (OECD) Development Assistance Committee (DAC) Criteria for Evaluating Development and Humanitarian Assistance.

মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান

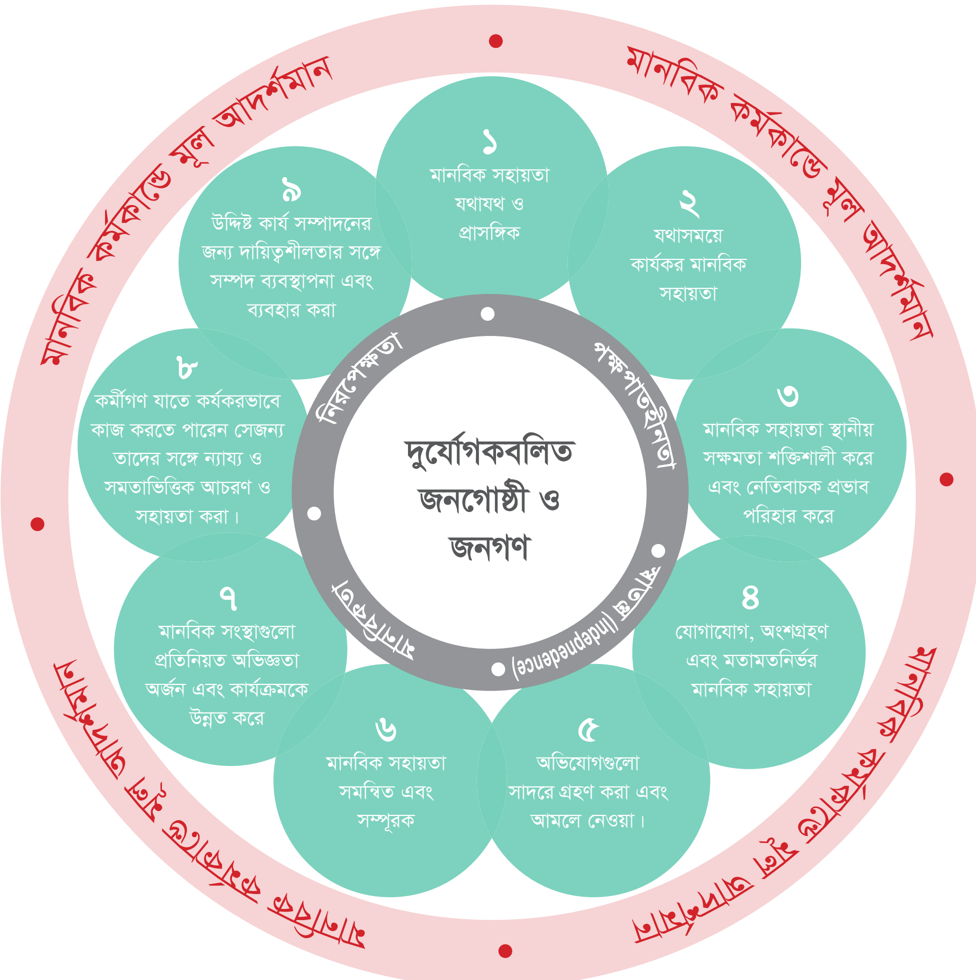

খ. মানবিক কর্মকান্ডের মূল আদর্শমান কাঠামো

মানবিক কর্মকান্ডের মূল আদর্শমান হল দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও জনগণের প্রতি মানবিক সহায়তা কাজে যুক্ত সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের ৯টি প্রতিশ্রুতির সমাহার। এতে বলা হয়েছে মানবিক কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গের কাছে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও জনগণ কী প্রত্যাশা করতে পারেন। প্রতিটি প্রতিশ্রুতি একটি গুণগত বৈশিষ্ট দ্বারা সমর্থিত। এটি প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য মানবিক সহায়তা সংস্থা এবং এর কর্মীদের কর্মপন্থা নির্দেশ করে। মানবিক কর্মকান্ডের মূল আদর্শমান কাঠামো নিম্নরূপঃ

- ৯টি প্রতিশ্রুতি
- সহায়ক গুণগত বৈশিষ্ট্য
- প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণের জন্য প্রধান কাজসমূহ এবং
- সংগঠনের সকল পর্যায়ে ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধভাবে বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য সংস্থার দায়িত্বসমূহ।

প্রধান কাজ এবং সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহ বলতে বোঝায়, যথাক্রমেঃ

- ধারাবাহিকভাবে উচ্চ মানসম্পন্ন মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং সহায়তা প্রত্যাশী মানুষের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে মানবিক সহায়তা কাজে নিয়োজিত কর্মীর যা করা উচিত; এবং
- সংস্থার কর্মীরা যাতে উচ্চ মানসম্পন্ন মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সহায়তা প্রত্যাশী মানুষের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে সে-জন্য সংস্থার মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বিষয়ক নীতিমালা, কর্মপ্রক্রিয়া এবং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

এই বইয়ের শেষে CHS-এ ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাসহ একটি নির্ঘণ্ট দেওয়া হয়েছে।

গ. CHS প্রয়োগ

CHS-এ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সংগঠনগুলো ৯টি প্রতিশ্রুতির সব কয়টি পূরণের লক্ষ্য স্থির করবে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রত্যাশা হল সংগঠনগুলো তাদের ব্যবস্থাপনা, কাঠামো এবং চর্চাসমূহের উৎকর্ষ সাধনে প্রতিনিয়ত তৎপর থাকবে– যাতে করে তাদের মানবিক সহায়তা কাজের মান এবং জবাবদিহিতার ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধিত হয়। যদিও মানবিক সহায়তা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থাসমূহের বিভিন্নতা রয়েছে, তবুও তাদেরকে সময়মতো কাজ শুরু করতে হবে; এবং সংস্থার সামর্থ্য ও নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ হাতে নিতে হবে। উপরন্তু এসব কাজ সংস্থা যে সংকট নিরসন কাজে যুক্ত তার প্রেক্ষাপট এবং সময়কালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

যখন সংস্থাগুলো ৯টি প্রতিশ্রুতি পূরণে সমস্যায় পড়বে, যেসব বিষয় তাদের লক্ষ্য পূরণে বাধা হচ্ছে তারা তা চিহ্নিত করবে এবং কিভাবে সেসব বিষয় সমাধান করা যায় তার ব্যবস্থা নেবে। এই সকল অবস্থাকে সংস্থাগুলো শিখন হিসেবে নিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে এগুলো কাটিয়ে উঠার পথ তৈরি করবে।

CHS প্রয়োগ-সম্পর্কিত যেকোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ৯টি প্রতিশ্রুতি অর্জনে কোনো নির্দিষ্ট সংস্থা কোন্ মাত্রায় কাজ করছে– তা বিবেচনা করতে হবে। তবে তা শুধু এই বিবেচনা থেকে নয় যে, প্রধান/মুখ্য কাজগুলো করা হয়েছে কিনা কিংবা সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করা হয়েছে কিনা। তাই CHS অনুযায়ী মুখ্য কাজগুলো স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সমাঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

CHS সেই সব ব্যক্তি ও সংস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে যারা:

- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও জনগোষ্ঠীকে সরাসরি সহায়তা প্রদান করেন;
- অন্য সংস্থাকে আর্থিক, বস্তুগত অথবা কারিগরি সহায়তা প্রদান করছেন, কিন্তু নিজেরা সরাসরি যুক্ত নন; অথবা
- দু'ভাবেই কাজ করছেন।

CHS এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে– এটি মানবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংস্থাগুলো নানাভাবে ব্যবহার করতে পারে, যেমন–

- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও জনগোষ্ঠীর প্রতি বৃহত্তর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়ন;
- CHS বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা এবং ধারাবাহিক উন্নতি সাধন;
- বিদ্যমান সাংগঠনিক এবং কারিগরি মান পরিমাপ এবং জবাবদিহিতা পরিবীক্ষণে CHSকে একটি কর্মকাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা;
- আত্মমূল্যায়ন এবং কর্মসূচির মানোন্নয়ন;
- সাযুজ্যতার (conformity) যথার্থতা যাচাই কিংবা প্রত্যয়ন এবং অন্যদেরকে এই সাযুজ্যতা (conformity) প্রদর্শন; এবং
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাংগঠনের অভ্যন্তরীণ কর্মপদ্ধতি এবং কর্মীসহায়ক পরিবেশ, CHS-এ নির্ধারিত সাংগঠনিক কাজ এবং দায়িত্ব কতটা পূরণ করে তা পরিমাপ করা।

সাংগঠনগুলো, যারা CHS ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেবে তাদের উচিত সংগঠনের ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে এর চর্চাকে উৎসাহিত করা।

যে-সব সংগঠন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে তাদের উচিত CHS-এর প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি সহযোগী সংস্থাসমূহের[৩] কাছে ব্যাখ্যা করা; এবং ৯টি প্রতিশ্রুতির বিষয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের মনোভাব এবং সিএইচএস প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে তারা কী করতে পারে তা জানা।

গ. ঘোষণা (Claims)

মানবিক কর্মকান্ডে যুক্ত যে-কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনকে CHS গ্রহণ ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং তারা বলতে পারে যে "আমরা CHS বাস্তবায়নে কাজ করছি"। সংগঠনগুলো তখনই শুধু ঘোষণা করতে পারে যে "আমরা CHS-এর শর্ত পূরণ করি"– যখন তারা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে কী না তা যাচাই করে থাকে।

[৩] *সংস্থার জন্য নির্ঘন্ট দেখুন।*

ঘ. নীতিসম্মত মানবিক কর্মকান্ড

জনগণই মানবিক কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র। যে-কোনো সংকটে সাড়া দানে প্রাথমিক প্রেষণা হল জীবন বাঁচানো, মানুষের দুর্ভোগ কমানো এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার পূরণে কাজ করা।

মানবিক সংগঠনগুলো মনে করে যে মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে মানবিকতার গুরুত্ব সর্বাগ্রে এবং এটাই প্রত্যাশিত যে, যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই মানবিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে গৃহীত চারটি নীতিমালা[৪] দ্বারা পরিচালিত হয়।

- **মানবিকতা**: যেখানেই ঘটুক না কেন মানুষের দুর্ভোগ অবশ্যই লাঘব করা উচিত। মানবিক কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য হল জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।
- **নিরপেক্ষতা**: শুধুমাত্র প্রয়োজন বিবেচনায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত, জাতীয়তা, বর্ণ, লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন, ধর্মীয় বিশ্বাস, শ্রেণি এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে কোনো প্রকার বৈষম্য না করে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্তদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- **স্বাতন্ত্র্য** (Indepnedence): কোনো এলাকায় মানবিক কর্মকান্ড (অবশ্যই) একই এলাকায় কর্মরত অন্য কোনো সংস্থার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য (কোনোভাবেই) ব্যবহৃত হবে না।
- **পক্ষপাতহীনতা**: মানবিক কর্মকান্ডে যুক্ত ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো অবশ্যই সংঘাতে কোনো পক্ষ নেবে না বা রাজনৈতিক, বর্ণবাদী, ধর্মীয় এবং আদর্শের দ্বন্দ্বে জড়াবে না[৫]।

মানবিক কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে মানবিক নীতিমালাসমূহ। এগুলো মানবিক কর্মকান্ডকে দিকনির্দেশনা দেয় এবং এগুলোর প্রয়োগ অন্য কাজগুলো থেকে মানবিক কর্মকান্ডকে স্বতন্ত্র করে তোলে। এ চারটি মানবিক নীতিমালা CHSএ, অঙ্গীকার, গুণগত বৈশিষ্ট্য, মূল কার্যাবলি এবং সাংগঠনিক দায়িত্বের মধ্যে সমন্বিত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা আইন (International Humanitarian Law), আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (International Human Rights Law) এবং আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন (International Refugee) ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সুরক্ষা-সম্পর্কিত মানের ভিত্তি রচনা করেছে এবং তাদেরকে কী ধরনের সহায়তা প্রদান করা যায় তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। (The Sphere Humanitarian Charter) দুর্যোগ বা সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য অত্যাবশ্যক আইনগত নীতিমালাসমূহের সারসংক্ষেপ প্রণয়ন করেছে।

যারা CHS প্রয়োগ করে তারা দুর্যোগ বা সামরিক সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে সহায়তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাদের নির্দিষ্ট ভূখন্ডে প্রধান দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে বিবেচনা করে। মানবিক কর্মকান্ডে এই দায়িত্বগুলোকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়; কার্যত, যথাসম্ভব, এই দায়িত্বগুলো পালনে সহায়তা করা উচিত।

[৪] *নিরপেক্ষতা, স্বাতন্ত্র্য এবং পক্ষপাতহীনতার নীতিসমূহ আর্ন্তজাতিক রেডক্রস/ ক্রিসেন্ট মুভমেন্টের মূল নীতিমালা থেকে নেওয়া হয়েছে। যেগুলো ১৯৬৫ সালে ভিয়ানায় অনুষ্ঠিত রেডক্রস/ ক্রিসেন্ট এর ২০তম আর্ন্তজাতিক সম্মেললনে গৃহীত হয়েছে; জাতিসংঘ সভার সিদ্ধান্ত ৪৬/১৮২, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯১; এবং জাতিসংঘ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ৫৮/১১৪, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪।*

[৫] *কিছু সংস্থা, যখন পক্ষপাতহীন সহায়তা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে এবং বিবাদমান কোনো পক্ষের পক্ষ না নেয় এবং নিরপেক্ষতার নীতিমালা জবাবদিহিতা ও ন্যায্যতা সংশ্লিষ্ট অধিপরামর্শ গ্রহণে বাধা হয়ে দাড়ায় বলে মনে করে না।*

৬. নয়টি অঙ্গীকার ও গুণগত বৈশিষ্ট্য

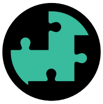

১. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক মানবিক সহায়তা পাবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: মানবিক সহায়তা যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক।

২. সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তায় দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা থাকবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: যথাসময়ে কার্যকর মানবিক সহায়তা।

৩. মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনার ফলে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবেন না; বরং তারা অধিকতর প্রস্তুত, সহনশীল এবং কম ঝুঁকিপ্রবণ হবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: মানবিক সহায়তা স্থানীয় সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে এবং নেতিবাচক প্রভাব পরিহার করে।

৪. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ তাদের অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানবেন। তথ্যসমূহে তাদের অভিগম্যতা থাকবে; এবং যে-সব সিদ্ধান্ত তাদেরকে প্রভাবিত করবে সে-সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: যোগাযোগ, অংশগ্রহণ এবং মতামত নির্ভও মানবিক সহায়তা।

৫. নিরাপদ ও দায়িত্বশীল অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা থাকবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: অভিযোগসমূহ সাদরে গ্রহণ করা এবং আমলে নেওয়া।

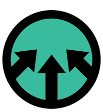

৬. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ সমন্বিত (Coordinated) এবং সম্পূরক (Complimentary) সহায়তা পাবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: মানবিক সহায়তা সমন্বিত এবং সম্পূরক।

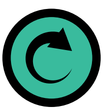

৭. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ উন্নততর সেবা প্রাপ্তি প্রত্যাশা করবেন, যেহেতু সংস্থাগুলো কর্মঅভিজ্ঞতা এবং জনগণের মতামত থেকে ক্রমাগত শিক্ষা গ্রহণ করবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: মানবিক সংস্থাগুলো প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কার্যক্রমকে উন্নত করে।

৮. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ যোগ্য এবং সুসংগঠিত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: কর্মীগণ যাতে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেন সেজন্য তাদের সঙ্গে ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক আচরণ ও সহায়তা করা।

৯. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ প্রত্যাশা করতে পারবেন যে মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো কার্যকর ও যথাযথভাবে এবং নৈতিকতা বজায় রেখে সম্পদ ব্যবস্থাপনা করবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: উদ্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার করা।

চ. অঙ্গীকার, কার্যাবলি ও দায়িত্ব

১. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক মানবিক সহায়তা পাবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: মানবিক সহায়তা যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক।

মূল কার্যাবলি

১.১ চলমান প্রেক্ষাপট ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে জানতে পদ্ধতিগত ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করা।

১.২ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের[৬] বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা এবং নিরপেক্ষভাবে নিরূপিত চাহিদা[৭] ও ঝুঁকির ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

১.৩ পরিবর্তিত চাহিদা, সক্ষমতা এবং প্রেক্ষাপটের সঙ্গে খাপ খায় এমন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহ

১.৪ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও জনগণের চাহিদা এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতিসহ নীতিমালা প্রণয়ন।

১.৫ সুবিধাবঞ্চিত বা প্রান্তিক জনগণ ও জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যসমূহ বিবেচনা এবং আলাদা আলাদা উপাত্ত সংগ্রহ করার প্রতিশ্রুতি নীতিমালাসমূহে বর্ণিত থাকে।

১.৬ প্রেক্ষাপটটির চলমান বিশ্লেষণ নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রক্রিয়া থাকা।

[৬] *এখানে বোঝানো হয়েছে, যেমন: নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, শিশু-কিশোর, এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রতিবন্ধি এবং সুনির্দিষ্ট সংখ্যালঘু বা উপজাতি–এই ধরনের যে কোনো ভিন্নতা না করে।*

[৭] *সহায়তা এবং সুরক্ষা 'প্রয়োজনীয়তা'র সঙ্গে একীভূত।*

২. সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তায় দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা থাকবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: যথাসময়ে কার্যকর মানবিক সহায়তা।

মূল কার্যাবলি

২.১ প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরসনে এমনভাবে কর্মসূচি বিন্যাস করা যাতে প্রস্তাবিত কর্মকান্ড বাস্তবসম্মত এবং জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ হয়।

২.২ অযথা সময়ক্ষেপণ না করে সময়মতো মানবিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

২.৩ কোনো অপূর্ণ চাহিদা পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন সংস্থার কাছে প্রেরণ; অথবা সেই চাহিদাগুলো পূরণের জন্য অ্যাডভোকেসি করা।

২.৪ কর্মসূচি নিরূপণ এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকান্ডে ব্যবহৃত কারিগরি মান এবং ভালো দৃষ্টান্তগুলো ব্যবহার করা।

২.৫ কর্মসূচিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং এগুলো বাস্তবায়নের দুর্বলতা দুর করার জন্য মানবিক সহায়তামূলক কাজ, কাজের তাৎক্ষণিক ফলাফল (outputs) এবং চূড়ান্ত ফলাফল (outcomes) পরিবীক্ষণ করা।

সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহ

২.৬ কর্মসূচির প্রতিশ্রুতিগুলো সাংগঠনিক দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

২.৭ নীতি প্রতিশ্রুতিগুলো নিশ্চিত করে:

ক মানবিক কর্মকান্ডসমূহ এবং এগুলোর প্রভাবের পদ্ধতিগত, উদ্দেশ্যমূলক এবং চলমান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

খ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন হতে প্রাপ্ত প্রমাণাদি কর্মসূচিতে সঙ্গতি বিধান এবং উন্নতির জন্য ব্যবহার; এবং

গ সময়মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে অনুযায়ী সম্পদ বরাদ্দ করা।

৩. মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনার ফলে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবেন না, বরং তারা অধিকতর প্রস্তুত, সহনশীল এবং কম ঝুঁকিপ্রবণ হবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ মানবিক সহায়তা স্থানীয় সক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং নেতিবাচক প্রভাব পরিহার করে।

মূল কার্যাবলি

৩.১ স্থানীয় সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প প্রণয়ন নিশ্চিত করা এবং দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের সহনশীলতা (resilience) বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা।

৩.২ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান আপদ ও ঝুঁকি নিরূপণ প্রতিবেদন এবং প্রস্তুতি পরিকল্পনাসমূহ কর্মসূচি প্রণয়নের দিকনির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করা।

৩.৩ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা তৈরিতে সহায়তা করা– যাতে তারা ভবিষ্যতে সংঘটিত যে কোনো সংকটে প্রথম সাড়াদানকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৩.৪ মানবিক কর্মকান্ডের শুরুতেই ক্রান্তিকালীন বা প্রস্থান কৌশলের (transition or exit strategy) পরিকল্পনা করা– যা নির্ভরশীলতার ঝুঁকি হ্রাসের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করে।

৩.৫ দুর্যোগকালীন দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং স্থানীয় অর্থনীতি সহায়ক প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

৩.৬ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোসহ সম্ভাব্য অথবা ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত নেতিবাচক প্রভাবসমূহ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে চিহ্নিত করা এবং সেগুলো সমাধানের জন্য কাজ করা।

- ক. জনগণের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও অধিকারসমূহ;
- খ. কর্মীদের দ্বারা যৌন শোষণ ও নির্যাতন (sexual exploitation and abuse);
- গ. সংস্কৃতি, জেন্ডার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কসমূহ;
- ঘ. জীবিকা;
- ঙ. স্থানীয় অর্থনীতি; এবং
- চ. পরিবেশ।

সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহঃ

৩.৭ প্রণীত নীতিমালা, কৌশল ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে–

- ক. নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে এমন কার্যক্রমসমূহ প্রতিরোধ করা; যেমন– কর্মীদের দ্বারা দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণকে শোষণ, নির্যাতন বা বৈষম্য।
- খ. স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৩.৮ দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ– যেগুলো তাদেরকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে, সেগুলো রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৪. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ তাদের অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানবেন। তথ্যসমূহে তাদের অভিগম্যতা থাকবে; এবং যে-সব সিদ্ধান্ত তাদেরকে প্রভাবিত করবে সেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: যোগাযোগ, অংশগ্রহণ এবং মতামতনির্ভর মানবিক সহায়তা।

মূল কার্যাবলি

৪.১ সংস্থাটি কী ধরনের এবং এর মূলনীতিগুলো কী, কর্মীরা কী ধরনের আচরণ করবে, কী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং তারা কী করতে চান– সে সম্পর্কে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণকে তথ্য প্রদান করা।

৪.২ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্য, বিশেষ করে বিপদাপন্ন ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাদের জন্য সম্মানজনক, সহজবোধ্য, সংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত ভাষা, রীতি ও মাধ্যম ব্যবহার করা।

৪.৩ কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের অংশগ্রহণ এবং সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

৪.৪ গুণগত মান ও কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত মানবিক সহায়তায় নারী-পুরুষ, বয়স-বৈচিত্র্য বিবেচনা দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণকে সন্তুষ্টি বিষয়ে মতামত প্রদান করতে অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করা।

সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহ:

৪.৫ তথ্য বিনিময় নীতিমালা এবং উন্মুক্ত যোগাযোগ সংস্কৃতি চর্চা করা।

৪.৬ দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের সম্পৃক্ততার নীতিমালা থাকা– যার মধ্যে কার্যক্রমের সকল স্তরে তাদের দ্বারা চিহ্নিত ঝুঁকি ও অগ্রাধিকারসমূহের প্রতিফলন রয়েছে।

৪.৭ তহবিল সংগ্রহসহ সকল বহির্যোগাযোগ সঠিক, নৈতিক ও মর্যাদাপূর্ণ– যাতে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণকে মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

৫. নিরাপদ ও দায়িত্বশীল অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা থাকবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: অভিযোগগুলো সাদরে গ্রহণ করা এবং আমলে নেওয়া।

মূল কার্যাবলি:

৫.১ অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করা।

৫.২ অভিযোগগুলো সাদরে গ্রহণ এবং নিরসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পর্যায়সমূহ পূর্ব-অবহিতকরণ।

৫.৩ অভিযোগসমূহের সময়োচিত, সুষ্ঠু এবং সঠিক নিষ্পত্তি এবং সকল পর্যায়ে অভিযোগকারী ও ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহ:

৫.৪ দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া নথিবদ্ধ করা এবং চলমান রাখা। প্রক্রিয়াটির আওতায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন, যৌন অনাচার ও শোষণ এবং ক্ষমতার অন্যান্য অপব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

৫.৫ অভিযোগগুলো গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ এবং নির্ধারিত নীতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নিষ্পত্তি করার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি থাকা।

৫.৬ যৌন অনাচার ও অপব্যবহার প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতিসহ মানবিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত কর্মীদের প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ পূর্ণ সচেতন।

৫.৭ প্রতিষ্ঠানের আওতাবহির্ভূত অভিযোগগুলো সুষ্ঠু পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ।

৬. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ সমন্বিত (Coordinated) এবং সম্পূরক (Complimentary) সহায়তা পাবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: মানবিক সহায়তা সমন্বিত এবং সম্পূরক।

মূল কার্যাবলি:

৬.১ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের ভূমিকা, দায়িত্ব, সক্ষমতা এবং স্বার্থসমূহ চিহ্নিত করা।[৮ ৯]

৬.২ স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষ[১০] এবং অন্যান্য মানবিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সম্পূরক ভূমিকা নিশ্চিত করা।

৬.৩ মানবিক সহায়তা-সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংস্থার অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠীর মানবিক চাহিদা পূরণ এবং বৃহৎ পরিসরে মানবিক সহায়তা প্রদান।

৬.৪ যথাপোযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সমন্বয়কারী গোষ্ঠী, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিময়।

সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহ:

৬.৫ মানবিক নীতির সঙ্গে আপস না করে, স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে নীতিমালা ও কৌশলসমূহের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি।

৬.৬ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুস্পষ্ট ও সঙ্গতিপূর্ণ চুক্তির মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা এবং প্রতিটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বাধ্যবাধকতা ও স্বকীয়তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিশ্রুতিসমূহ অনুধাবন।

[৮ ৯] এর সঙ্গে আরও আছে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মানবিক সংস্থাসমূহ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা।

[১০] যেখানে কোনো কর্তৃপক্ষ বিবাদমান একটি পক্ষ, সেখানে মানবিক সহায়তাকারীদের উচিত বিপদগ্রস্ত সমাজ ও জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের বিচারবোধ ব্যবহার করা।

৭. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ উন্নততর সেবা প্রাপ্তি প্রত্যাশা করবেন; যেহেতু সংস্থাগুলো কর্মঅভিজ্ঞতা এবং জনগণের মতামত থেকে ক্রমাগত শিক্ষা গ্রহণ করবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: মানবিক সংস্থাগুলো প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কার্যক্রমকে উন্নত করে।

মূল কার্যাবলি:

৭.১ পূর্ব-অভিজ্ঞতা এবং শিখনের ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিকল্পনা করা।

৭.২ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, মতামত এবং প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা কর্মকান্ডে নতুনত্ব আনা এবং শিখন ও ব্যস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন।

৭.৩ দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে অর্জিত মানবিক সহায়তা প্রক্রিয়ার শিখন ও নতুনত্ব বিষয়ক তথ্য বিনিময়।

সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহ:

৭.৪ পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত মানবিক সহায়তা নীতিমালা বিষয়ক জ্ঞান, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও শিখননীতি এবং সেবা প্রদান কৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত করা।

৭.৫ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নথিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া আছে এবং এতে প্রতিষ্ঠানের সকলের অভিগম্যতার সুযোগ রয়েছে।

৭.৬ মানবিক সহায়তা কর্মকান্ডে শিখন ও নতুনত্ব আনয়নে সমমনা ও মানবিক কর্মকান্ডে যুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাঝে অবদান রাখা।

৮. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ যোগ্য এবং সুসংগঠিত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: কর্মীগণ[১১] যাতে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেন সে-জন্য তাদের সঙ্গে ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক আচরণ ও সহায়তা করা।

মূল কার্যাবলি:

৮.১ মানবিক সহায়তা প্রদানে সংস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষমতা মান বজায় রেখে কর্মীর প্রাপ্ত দায়িত্ব পালন।

৮.২ কর্মীগণ কর্মী নীতমালা মেনে চলেন এবং এ নীতিমালা মেনে না চললে কী হতে পারে সে সম্পর্কে তারা অবগত আছেন।

৮.৩ কর্মীরা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয়য় ব্যক্তিগত, প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন সাধন ও বাবহার করেন এবং তারা জানেন প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে তাদেরকে কী সহায়তা দিতে পারে।

সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহ:

৮.৪ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও কর্মী দক্ষতা এবং সক্ষমতা রয়েছে।

৮.৫ কর্মীদের জন্য সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ, বৈষম্যহীন কার্যপ্রণালী নীতিমালা– যা স্থানীয় শ্রম আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

৮.৬ কর্মীদের জন্য কাজের বিবরণ, উদ্দেশ্য এবং মতামত প্রদান প্রক্রিয়া রয়েছে– যাতে তার করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে।

৮.৭ কর্মীদের জন্য আচরণবিধি রয়েছে– যা তাদেরকে নিদেন পক্ষে শোষণ, অপব্যবহার বা জনগণের বিরুদ্ধে অন্যান্য বৈষম্যমূলক আচরণ করা থেকে বিরত রাখে।

৮.৮ কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতিমালা রয়েছে।

৮.৯ কর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণের লক্ষ্যে নীতিমালা রয়েছে।

[১১] *সহকর্মীগণ হলেন সংস্থার যে-কোনো পদধারী প্রতিনিধি।*

৯. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ প্রত্যাশা করতে পারবেন যে মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো কার্যকর ও যথাযথভাবে এবং নৈতিকতা বজায় রেখে সম্পদ ব্যবস্থাপনা করবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: উদ্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার করা।

মূল কার্যাবলি:

৯.১ কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে সম্পদের[১২] ব্যবহার, গুণগত মান ঠিক রাখা, সময় ও ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা।

৯.২ উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এবং অপচয় কমিয়ে সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৯.৩ বাজেট অনুযায়ী খরচ পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন তৈরি করা।

৯.৪ প্রাকৃতিক এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর এর প্রভাবের প্রতি লক্ষ রাখা।

৯.৫ দুনীতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতি চিহ্নিত হলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহ:

৯.৬ সম্পদ ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার জন্য সংস্থার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও প্রক্রিয়া রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে–

ক. নীতিগত ও বৈধভাবে তহবিল ও সামগ্রী গ্রহণ এবং বরাদ্দ।

খ. সম্পদসমূহের পরিবেশবান্ধব ব্যবহার।

গ. দুর্নীতি, প্রতারণা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সম্পদের অপব্যবহার চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিরোধ।

ঘ. নিরীক্ষা, প্রতিশ্রুতিসমূহ যাচাই (verifies compliance) এবং স্বচ্ছ প্রতিবেদন তৈরি।

ঙ. প্রতিনিয়ত ঝুঁকি মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমন; এবং

চ. সম্পদসমূহ গ্রহণের সময় এর স্বাতন্ত্র্য যাতে ব্যাহত না হয়– তা নিশ্চিত করা।

[১২] *‘সম্পদ’ শব্দটি বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করা উচিত। সার্বিকভাবে এর অর্থ হলো, কোনো সংস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যা যা প্রয়োজন; সাধারণভাবে অর্থ, কর্মী, মালামাল, যন্ত্রপাতি, সময়, জায়গা জমি, মাটি, পানি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশ।*

ঘ. নির্ঘণ্ট

CHS-এ ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত সংজ্ঞাসমূহ প্রযোজ্য:

জবাবদিহিতা: জবাবদিহিতা হল দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ক্ষমতা ব্যবহারের প্রক্রিয়া– যেখানে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং যারা প্রাথমিকভাবে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগে প্রভাবিত হয় তাদেরকে বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং তাদের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়।

দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠীও জনগণ: দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ বলতে বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় দুর্যোগ, সংঘাত, দারিদ্র্য এবং অন্য কোনো সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত সকল নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, যাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা, বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা রয়েছে।

তথ্যপ্রমাণ: আলোচনা, চুক্তি/ঐকমত্য,সিদ্ধান্ত অথবা/এবং কার্যক্রমের পুনর্ব্যবহারযোগ্য যেকোনো দলিল (রেকর্ড)।

কার্যকারিতা: কোনো সহায়তা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের মাত্রা।

(কর্ম)দক্ষতা: মানবিক কর্মকাণ্ডে প্রদত্ত সময়, শ্রম ও অর্থের বিপরীতে অর্জিত গুণগত ও পরিমাণগত ফলাফলের মাত্রা।

সম্পৃক্ততা: সহায়তা কার্যক্রম শুরু, বাস্তবায়ন এবং পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আগ্রহী এবং/ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, চাহিদা, অধিকার এবং সুযোগসমূহের বিবেচনা নিশ্চিত করতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, আলোচনা এবং/অথবা অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সংস্থাগুলো যে প্রক্রিয়াসমূহ অবলম্বন করে।

মানবিক কর্মকান্ড: মানবসৃষ্ট সংকট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে ও পরে জীবন বাঁচানো, দুর্ভোগ লাঘব ও মানুষের মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মকান্ড। একইভাবে এই সব সংকট ও দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রস্তুতিতে গৃহীত কর্মকান্ড।[১৩]

সংস্থা: একটি সত্তা যার ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং CHS ব্যবহারের ক্ষমতা রয়েছে।

সহযোগী সংস্থা: একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আনুষ্ঠানিক চুক্তির আওতায় স্বচ্ছ এবং সম্মত দ্বায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তিতে যৌথভাবে কর্মে নিয়োজিত সংস্থা।

নীতিমালা: কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্য ও নিয়মের একটি লিখিত বিবৃতি।

সুরক্ষা: বয়স, লিঙ্গ, নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়, সামাজিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য পরিচয় নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত সকল কর্মকান্ড। দুর্যোগের সময়ে তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষা কার্যক্রম– যা প্রায়ই একটি মূল কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়, এটি তার বাইরের কাজ।

গুণগত মান: মানবিক সহায়তার সামগ্রিক দিক– যা সময়মতো, সন্তুষ্টি বা প্রয়োজন ও প্রত্যাশা পূরণ এবং অভীষ্ট জনগণের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

সহনশীলতা: বিপন্ন কোনো সমাজ ও জনগোষ্ঠীর সময়মতো ও কার্যকরভাবে কোনো আপদের প্রভাব; প্রতিরোধ করা, মানিয়ে নেওয়া এবং কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা।

স্টাফ/কর্মকর্তা-কর্মচারী: কর্মকর্তা-কর্মচারী হল সংস্থা মনোনীত স্থানীয় কিংবা আন্তর্জাতিক যে-কোনো প্রতিনিধি, স্থায়ী অথবা খন্ডকালীন কর্মচারী বা স্বেচ্ছাসেবী অথবা পরামর্শক।

[১৩] *আলনাপ ইভালুয়েসান হিউমানিটারিয়ান এ্যাকশন পাইলট গাইড, ২০১৩ পৃষ্ঠা ১৪ তে যেভাবে সঙ্গায়িত করা হয়েছে।*

মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান (CHS) ৯টি অঙ্গীকার করে, যেগুলো মানবিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ তাদের কাজের গুণগত মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারেন। এটি একই সঙ্গে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের কাছে বৃহত্তর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক। কারণ মানবিক সংস্থাগুলোর অঙ্গীকারসমূহ জানা থাকলে জনগণ ওই সংস্থাগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারবেন।

মূল আর্দশমান হিসেবে CHS জবাবদিহিতা, উচ্চ মানসম্পন্ন মানবিক কর্মকান্ড এবং নীতিবদ্ধতার গুরুত্বপূর্ণ উপদানসমূহ ব্যাখ্যা করে। মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালীর সঙ্গতিপূর্ণ করে একটি ঐচ্ছিক নিয়ম হিসেবে এটাকে ব্যবহার করতে পারে। কর্মকান্ড মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হতে পারে।

মানবিক কর্মকান্ডের মূল আদর্শমান (CHS) Humanitarian Accountability Partnership (HAP) International, People In Aid and the Sphere Project দ্বারা তিনটি ধাপে বছরব্যাপী পরিচালিত আলাপ-আলোচনার ফসল। এই সময়ে শতাধিক সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ CHSএ কী কী বিষয় থাকবে তার নিবিড় পর্যালোচনা করেন এবং কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ে সেগুলোর ব্যবহার যাচাই করেন।

corehumanitarianstandard @corehumstandard

www.corehumanitarianstandard.org I info@corehumanitarianstandard.org

ISBN: 978-2-8399-1564-9